৩

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

ভূমিকা

কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য বা অংশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে আধুনিক সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা যখন একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে, তবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। শাসনতন্ত্রের বলে তারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না। তারা কোন মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। ফ্রান্স, জাপান, যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ এককেন্দ্রিক সরকারের উদাহরণ।

যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় একাধিক রাজ্য বা রাষ্ট্রের সমন্বয়ে। রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তারা স্থায়ীভাবে সংঘবদ্ধ হয়। কতকগুলো ছোট ছোট অঞ্চল একত্রিত হয়ে শাসনতন্ত্রে উল্লেখিত ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে যখন একটি বৃহৎ রাষ্ট গঠন করে তখন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র নিরপেক্ষ দলিল হিসেবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে। ক্ষমতা বন্টন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে খুব সংগত কারণেই সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করে। ভারত, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দৃষ্টান্ত।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছেঃ

- *পাঠ - ১ এককেন্দ্রিক সরকার*
- *পাঠ - ২ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার*
- *পাঠ - ৩ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক প্রবণতা*
- *পাঠ - ৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের শর্তাবলী*

পাঠ - ১

এককেন্দ্রিক সরকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ এককেন্দ্রিক সরকার কি তা ব্যাখা করতে পারবেন;
- ◆ এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ বলতে পারবেন।

এককেন্দ্রিক সরকার এক ধরনের একক, অখন্ড ও সুসংবদ্ধ সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রই থাকে সকল ক্ষমতার উৎস। এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে, এ সরকারগুলো কিছু কিছু ক্ষমতা উপভোগ করতেও পারে। তবে তাদের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে এ সরকারগুলো তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে এ ক্ষমতা বাড়াতে পারে, কমাতেও পারে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলোর সাংবিধানিক কোন ক্ষমতা নেই। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, বাংলাদেশ এ ধরনের সরকারের উদাহরণ।

এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

- ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ এককেন্দ্রিক সরকারের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত থাকে।
- কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষমতার বন্টন এককেন্দ্রিক সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকার থাকতে পারে। কিন্তু তারা ক্ষমতা লাভ করে কেন্দ্রের কাছ থেকে। কেন্দ্র তার ইচ্ছামত এ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বা কমাতে পারে।
- আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকারের নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। সাংবিধানিক ভাবে এরা কোন ক্ষমতা উপভোগ করে না। সরকারের সব বিভাগ ও অঙ্গ একটি অবিভাজ্য প্রশাসনিক যন্ত্রের অধীন।
- এককেন্দ্রিক সরকারের আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকারগুলো কোন স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে না। এরা কেন্দ্রীয় বা একক সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা ব্যবহার করে।
- এককেন্দ্রিক সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ঐক্য। যেহেতু এ ধরনের সরকারে ক্ষমতার বিভাজন নেই, তাই জটিলতাও কম। শাসন ব্যবস্থায় সাংগঠনিক সারল্য বিদ্যমান এবং নীতি প্রণয়নের সমস্যা কম।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ

এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় অনেকগুলো গুণ রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হল:

- এককেন্দ্রিক সরকারের অন্যতম গুণ হল এর সাংগঠনিক সরলতা। এ সরকার খুব সহজেই সংগঠিত হতে পারে। প্রয়োজন শুধু এককেন্দ্রিক সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের ফলেই সরকার গঠনের জটিল সমস্যাটি সহজ হয়ে ওঠে। কারণ এ ধরনের ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভক্তিকরণের কোন প্রয়োজন হয় না, তাই একটি মাত্র সরকারই প্রতিষ্ঠা করতে হয়।
- এককেন্দ্রিক সরকার সহজে কার্যকর হতে পারে। কারণ এ ধরনের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে ন্যস্ত থাকে। তাই যে কোন সমস্যার সমাধান দ্রুত করা যায়। এখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কম থাকে বলে কোন সমস্যার সমাধানে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। এছাড়া একই কেন্দ্র থেকে আইন প্রয়োগ হয় বলে সর্বত্র একই আইন বিরাজমান।
- এককেন্দ্রিক সরকার কম ব্যয়বহুল। কারণ এ ধরণের ব্যবস্থায় নীতি প্রণয়ন, নীতি প্রয়োগ ও নীতি পর্যবেক্ষণে কোন সমস্যা হয় না। সরকার একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে সবধরনের কাজ পরিচালনা করতে পারে।
- একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ ও পরিচালনা হয় বলে যে কোন সমস্যা মোকাবেলায় এ ধরনের সরকার নমনীয়ভাবে সমাধানে আসতে পারে। প্রয়োজনে অতি বিপদেও সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যা নিরসন করতে পারে।

- এককেন্দ্রিক সরকার খুব দ্রুত যে কোন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিপদ ও সংকটের মোকাবিলা করতে পারে। কারণ এখানে একটি মাত্র কেন্দ্রের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকার থাকলেও ক্ষমতা তাদের হাতে থাকে না বরং তারা কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।
- এককেন্দ্রিক সরকার বিশেষত ছোট রাষ্ট্রের জন্য বেশী উপযোগী। এছাড়াও যে সব রাষ্ট্রে ভৌগোলিক, জাতীয়, সাংস্কৃতিক ঐক্য আছে সে সব রাষ্ট্রের এ ধরনের সরকার ব্যবস্থা উপযোগী।
- শাসনতান্ত্রিক যে কোন সংস্কার সাধনের জন্য এককেন্দ্রিক সরকার অত্যন্ত উপযোগী। কারণ দ্রুত কোন সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও জনগণের উন্নয়ন এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় সহজসাধ্য।
- এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রের অধীনে শাসন কার্য পরিচালিত হয় বলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সম্ভাবনা কম থাকে।
- এককেন্দ্রিক সরকার সামাজিক উন্নয়নের ধারক ও বাহক । এ ব্যবস্থায় সরকার তার ক্ষমতা, দক্ষতা, মেধা, শক্তি ও সামর্থ্য একত্রিত করে যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের জীবনের উন্নয়ন সাধন করতে পারে।
- এ ব্যবস্থায় সময়ের অপচয় কম হয়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন প্রাদেশিক সরকার, কোন বিভাগ বা স্তর-কারও সাথে আলাপ আলোচনা করতে হয় না। তাই সময়ের অপচয় যেমন রোধ করা যায়, কাজও দ্রুত সমাধা করা যায়।

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ

অনেকগুলো গুণের পাশাপাশি এককেন্দ্রিক সরকারের কতকগুলো দোষও আছে, যে দোষগুলোর কারণে এ ধরনের সরকার ব্যবস্থার প্রয়োগযোগ্যতা কিছুটা হলেও সীমিত হয়েছে। নীচে এককেন্দ্রিক সরকারের দোষগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

- এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে। কারণ এখানে ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে বলে শাসক সহজে স্বৈরশাসকে পরিণত হতে পারেন।
- এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা সাংবিধানিক ভাবে অর্পিত হয় না ফলে আঞ্চলিক বা স্থানীয় সমস্যার অনেক সময়ই সমাধান করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় সমস্যা উপেক্ষিত থাকে।
- স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিভাজন নেই বলে স্থানীয় ব্যক্তিরা রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না। ফলে স্থানীয় নেতৃত্ব বিকশিত হয় না। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পরবর্তীতে রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য এ মনোভাব কাম্য নয়।
- এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা খুব বেশী দেখা যায়। যেহেতু শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে, তাই এ ধরনের ব্যবস্থায় আমলাদের ক্ষমতা ও প্রভাব খুব বৃদ্ধি পেতে পারে। আমলারাও শাসন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে জটিলতা বৃদ্ধি করেন ফলে কাজ সম্পাদনের গতি ধীর হয়ে পড়ে।
- এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রের হাতে। ফলে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরতা ও কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়। তাই কোন কোন সময় কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয় না। বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবেলায় ব্যস্ত থেকে জাতীয় সমস্যার সমাধান উপেক্ষিত হতে পারে।
- এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা বড় বড় রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী নয়। ছোট ভুখন্ড, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থাকে সাফল্য দিতে পারে। বৃহৎ রাষ্ট্র বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীতে এর প্রয়োগ হলে শাসনকার্য দূরূহ হয়ে পড়ে।

সারকথা

দ্রুত উন্নয়ন ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নের জন্য এককেন্দ্রিক সরকার অত্যন্ত উপযোগী। কারণ এক্ষেত্রে কেন্দ্র ক্ষমতা লাভ করে সংবিধানের মাধ্যমে আর স্থানীয় সরকার ক্ষমতা লাভ করে কেন্দ্রের কাছ থেকে। ফলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কেন্দ্রকে কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় না। সরকার গঠন করাও খুবই সহজসাধ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবী যথার্থই বলেছেন, "এককেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সরকারের সংগঠন সমস্যা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে।" তবে এ ব্যবস্থায় স্থানীয় সমস্যাগুলো উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় নেতৃত্বে বিকশিত হওয়ার সুযোগ কম থাকায় গণতন্ত্র বিপদগ্রস্থ হতে পারে। তা ছাড়া এককেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকী স্বরূপ হয়ে উঠতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কেন্দ্র সকল ক্ষমতার উৎস

ক. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায়; খ. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায়;
গ. এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায়; ঘ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায়।

২. এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারের কোন্ ক্ষমতা নেই ?

ক. সাংবিধানিক ক্ষমতা; খ. প্রশাসনিক ক্ষমতা;
গ. আইনগত ক্ষমতা; ঘ. অর্থনৈতিক ক্ষমতা।

৩. এককেন্দ্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ?

ক. ক্ষমতা হ্রাস করা; খ. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ;
গ. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ; ঘ. ক্ষমতার শ্রেণীবিন্যাসকরণ।

৪. এককেন্দ্রিক সরকার বিদ্যমান রয়েছে

ক. যুক্তরাষ্ট্রে; খ. ভারতে;
গ. অস্ট্রেলিয়ায়; ঘ. যুক্তরাজ্যে।

উত্তরমালা ঃ ১. গ; ২. ক; ৩. খ; ৪. ঘ;

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধাগুলো কি?
২. এককেন্দ্রিক সরকারের অসুবিধাগুলো কি?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কি বুঝায় ? ব্যাখ্যা করুন।
২. এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

উদ্দেশ

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি তা বলতে পারবেন;
- ◆ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষ ও গুণ আলোচনা করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হল এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বন্টন করা হয়। ডাইসি বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমন এক রাজনৈতিক সংগঠন যেখানে জাতীয় সরকারের সাথে প্রাদেশিক সরকারের অধিকারের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।" এ ব্যবস্থায় ক্ষমতা বন্টন এমন প্রক্রিয়ায় হয়, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার - প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, কে, সি, হুইয়ার (By the federal principle, I mean the method of dividing power so that the general and regional governments are each within a sphere co-ordinate and independent.)

যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজী প্রতিশব্দ Federation এসেছে ল্যাটিন শব্দ ফোয়েডাস (Foedus) থেকে। এর অর্থ ঐক্য বা মিলন। সুতরাং শব্দগত অর্থে যুক্তরাষ্ট্র বলতে বোঝায় ঐক্য বা মিলনের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রকে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি রাষ্ট্র বা প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি রাষ্ট্র - যেখানে সাংবিধানিক ভাবে কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন হয়ে থাকে। কেউ কারও অধীন নয় এবং প্রত্যেকের ক্ষমতার উৎস থাকে সংবিধান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত এ ধরনের সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ। কতকগুলো নির্দিষ্ট ও সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হয়ে একটি কেন্দ্র বা ফেডারেশন গঠন করে থাকে। সাধারণত প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, সামাজিক উন্নয়নমূলক ক্ষমতা ইত্যাদি অঙ্গরাজ্যের হাতে ন্যস্ত থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এই সরকার ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক সরকার থেকে ভিন্নতা দান করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্ন আলোচনা করা হল:

- **দু'ধরনের শাসন ব্যবস্থা :** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দু'ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। যেমন : কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী এবং কেউ কারও অধীন নয়। সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উভয়েই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন এবং গঠিত রাষ্ট্রগুলো সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে।
- **স্বাধীন সত্তা বিদ্যমান :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বা প্রদেশের সম্মিলন। এখানে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়, কিন্তু একীভূত হয় না। প্রত্যেকেরই স্বাধীন সত্তা বিদ্যমান থাকে এবং যার যার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকে।
- **ক্ষমতা বন্টন :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা বন্টিত হয় সংবিধানের মাধ্যমে, যদিও ক্ষমতা বন্টন নীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সাধারণতঃ জাতীয় বিষয়গুলো থাকে কেন্দ্রের হাতে এবং আঞ্চলিক বিষয়গুলো আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকে।
- **স্বায়ত্তশাসন :** আঞ্চলিক সরকার বা অঙ্গরাজ্যগুলো সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে না, তবে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে। স্বায়ত্তশাসন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।
- **সংবিধানের সার্বভৌমত্ব :** সংবিধানের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থাকে অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে ভিন্নতা দান করেছে। সংবিধান সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল এবং যুক্তরাষ্ট্র সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট। সংবিধানের ক্ষমতাই এখানে চূড়ান্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় সংবিধান সার্বভৌম।

- **লিখিত সংবিধান ঃ** সুস্পষ্ট ও লিখিত সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য। সাধারণত: যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। আঞ্চলিক সরকারের স্বার্থ যেন ক্ষুন্ন না হয়, সেজন্যই সাধারণত: এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে।
- **বিচারবিভাগের প্রাধান্য ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় এ ধরনের ব্যবস্থায় সংবিধানের রক্ষক হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে মীমাংসার দায়িত্ব নেয় এই বিচারালয়। এ ছাড়া সংবিধানের ব্যাখ্যাও করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য দেখা যায়। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে কাজ করে থাকে।
- **দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় সাধারণত দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা দেখা যায়। নিম্নকক্ষ সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং উচ্চকক্ষ প্রদেশ বা আঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে।
- **দ্বৈত নাগরিকতা ঃ** দ্বৈত নাগরিকতা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক নাগরিকই এখানে দুধরনের নাগরিকতা উপভোগ করে। (ক) স্বীয় অঙ্গরাজ্যের এবং (খ) যুক্তরাষ্ট্রের। দুধরনের নাগরিকতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিককে দ্বৈত আনুগত্যও প্রকাশ করতে হয়।
- **কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী প্রবণতা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর অঙ্গরাজ্যগুলোর কেন্দ্রমুখী এবং কেন্দ্রবিমুখী প্রবণতা। অঙ্গরাজ্যগুলো কেন্দ্রের প্রতি অনুগত থাকে এবং একই সঙ্গে নিজেদের স্বাধীন সত্তাও বজায় রাখে। কেন্দ্রে বিলীন হ'তে চায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী শক্তির মধ্যে সমন্বয় বিধান করে।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রণালী

দুটি পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রণালী নিচে আলোচিত হলঃ

প্রথমত ঃ ছোট ছোট কতকগুলো রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে ও নিরাপত্তা রক্ষার কারণে একত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। এর ফলে তারা স্বায়ত্তশাসন যেমন ভোগ করে তেমনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাও লাভ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন বৃহৎ রাষ্ট্র সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সাংবিধানিকভাবে অঞ্চলগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারবে, এতে তার অখন্ডতা যেমন বজায় থাকে, তেমনি স্বায়ত্তশাসন লাভের মাধ্যমে অঞ্চলগুলোও কেন্দ্রের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কতকগুলো সুফল নীচে আলোচনা করা হলঃ

- এ ব্যবস্থায় ছোট ছোট দুর্বল রাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রের সুবিধা ও সুফলগুলো ভোগ করতে পারে।
- এ ব্যবস্থা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক বিষয়গুলো অঞ্চল পরিচালনা করে দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারে।
- ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে লাভ করে স্বায়ত্তশাসন, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ক্ষমতা। স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করতে পারে। ফলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের যে সুবিধা তাও এরা লাভ করে।
- সাংবিধানিক ভাবে ক্ষমতা বন্টন হয় বলে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকার - উভয়েরই কাজ নির্দিষ্ট থাকে। ফলে কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যেমন স্বৈরাচারী হতে পারে না, তেমনি প্রত্যেকের কাজও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হয়। এর ফলে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।
- জাতীয় প্রশাসন ও আঞ্চলিক প্রশাসনে ক্ষমতা বিভক্ত থাকে বলে নাগরিকরা এখানে প্রশাসনিক কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠতেও সাহায্য করে।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিপ্লব ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা কম থাকে। কারণ অঞ্চলগুলোতে স্বায়ত্তশাসন থাকাতে তারা সন্তুষ্ট থাকে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জনগণও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে বিক্ষোভ দূর হয়।
- গণতন্ত্র প্রয়োগের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একটি উত্তম আদর্শ। এখানে স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জনগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহী হয় এবং রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে - যা গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত।

- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে কোন সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়। কারণ আঞ্চলিক সরকারগুলো প্রত্যেকে নিজেদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারে। কেন্দ্রকে অঞ্চলগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় না বলে জাতীয় সমস্যার সমাধানে এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে কাজ করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় যেমন কিছু গুণ আছে সে সাথে কিছু দোষও আছে। নীচে দোষগুলো আলোচিত হলঃ

- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যে কোন সময়ে ভেঙে পড়তে পারে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা চালায় এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জটিল। কেন্দ্র ও অঞ্চলগুলোতে পৃথক শাসন ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে এ জটিলতা সৃষ্টি হয়। যা সাধারণ নাগরিকদের সমস্যায় ফেলে দেয়।
- ক্ষমতা বন্টনের সুফল যেমন আছে - এর কুফলও তেমন আছে। ক্ষমতার বন্টন কেন্দ্র তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আইন ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ পৃথক পৃথক অঙ্গরাজ্য পৃথক পৃথক পরস্পর বিরোধী আইন তৈরী করতে পারে। কেন্দ্রের জন্য পরস্পর বিরোধী এ আইনের মধ্যে সমতা বিধান করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। একই ধরনের কাজ নিষ্পত্তি করার জন্য বহু কর্তৃপক্ষ থাকে। এতে একদিকে যেমন শাসনব্যবস্থার দ্বিবিধ প্রভূত্বের বিস্তার ঘটে। তেমনি ব্যয়ও বেড়ে যায়।
- কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব থাকলে তা পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে এবং এতে করে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হতে পারে।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রগতিশীলতার পরিপন্থী। কারণ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হয় বলে যে কোন পরিবর্তনের সাথে সরকার সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না। এ ছাড়াও একই কারণে বিপ্লব ও বিদ্রোহের আশংকাও থাকে।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল এ ধরনের ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করতে ব্যর্থ। দায়িত্ব খন্ডিত ও সীমাবদ্ধ বলে সংকটকালীন সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না। ফলে অনেক সময়ে সরকারকে সংকটে পড়তে হয়।

সারকথা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বন্টন করা হয়। এ সরকার ব্যবস্থার ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান। এর ফলে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যেমন কতকগুলো ভাল দিক আছে, সে সঙ্গে কিছু খারাপ দিকও রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতার উৎস হচ্ছে—

ক. সংবিধান; খ. পার্লামেন্ট;
গ. মন্ত্রিপরিষদ; ঘ. কেবিনেট।

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বিদ্যমান—

ক. ফ্রান্সে; খ. ব্রিটেনে;
গ. বাংলাদেশে; ঘ. ভারতে।

৩. স্বায়ত্তশাসন কোন সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য?

ক. এককেন্দ্রিক সরকারের; খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের;
গ. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের; ঘ. পার্লামেন্ট শাসিত সরকারের।

৪. যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধানের রক্ষক হিসেবে কাজ করে—

ক. শাসনবিভাগ; খ. আইন সভা;
গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়; ঘ. মন্ত্রিপরিষদ।

উত্তরমালা ঃ ১.ক; ২.ঘ; ৩.খ; ৪.গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কি বুঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষগুণ বর্ণনা করুন।

পাঠ - ৩

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক প্রবণতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্ক বলতে পারবেন;
- ◆ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয়করণের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকাঃ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলোর মধ্যে শাসন ক্ষমতা বন্টন করা সত্ত্বেও আজকাল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতা বন্টন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার সংবিধান থেকে ক্ষমতা লাভ করে থাকে। তত্ত্বগতভাবে এ কথা সত্য হলেও, বাস্তব চিত্রটি একটু ভিন্নতর। এ প্রবণতা লক্ষ্য করে রাষ্ট্রবজ্ঞানী উইলোবী বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি সাধারণ প্রবণতা।" (The extension of power over the central government is a general tendency of Federal governments)। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রসার এককেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার নামান্তর। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি নয়, বরং এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। জাতীয় প্রশ্নে বিরোধী দল পর্যন্ত কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়ানো পথে জোরালো সমর্থন দিয়ে থাকে। সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনের তাগিদে কেন্দ্রমুখী প্রবণতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, প্রভৃতি সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এ প্রবণতা দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা সম্পর্কে অধ্যাপক ফাইনার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এর সমগ্র এলাকাব্যাপী সমন্বিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গেটেল বলেন, "বৃহদায়তন শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বৃহৎ বাজার এবং অঞ্চলগুলোর মধ্যে পরস্পর বন্টিত নির্ভরশীলতা সরকারের কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার না করে পারে না।"

একথা সত্য যে সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় করণ প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল এবং বাস্তব। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তা ক্রমশ বৃদ্ধি হয়েছে।

অধ্যাপক কে, সি, হুইয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা, সামাজিক কার্য এবং ব্যাপক প্রয়াস, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শিল্পক্ষেত্রে যান্ত্রিক বিপ্লব। লক্ষ্যনীয় ব্যপার হল এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কিছু উপাদান ও শক্তি রয়েছে। যে সকল উপাদান কেন্দ্রীয় সরকারকে অত্যাধিক ক্ষমতাবান এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করেছে তা নিম্ন আলোচনা করা হল।

- **যুদ্ধঃ** কেন্দ্রীকরণ প্রবণতার একটি বড় কারণ হল যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের স্বার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখন্ডতা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হয় দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের। ফলে স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতা এসে যায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। আধুনিক কালে যুদ্ধ হচ্ছে অত্যন্ত ব্যয় বহুল ব্যাপার। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় খরচ এবং এর জন্য কর নির্ধারণ কেন্দ্রীয় সরকারই করে থাকে। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের সার্বিক অবস্থা জরুরী ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত হয়। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম যে অনিবার্য পরিস্থিতি এবং সমস্যার সৃষ্টি হয় তা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই সমাধান করা সম্ভব। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের সময় এত ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন যে, তিনি প্রায় বিধিসম্মত এক নায়কে পরিণত হন।

- **অর্থনৈতিক মন্দাঃ** অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাজনিত পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে থাকে। আর্থিক সংকটের ফলে ব্যাপক বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা মোকাবিলা করার শক্তি আঞ্চলিক সরকারের থাকে না। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মন্দা থেকে দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। সীমিত সম্পদের কারণে আঞ্চলিক সরকারগুলো কেন্দ্রের হাতে থাকায় আঞ্চলিক সরকারগুলোর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়।

- **কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা:** আধুনিক রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণকামী রাষ্ট্র। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শ গৃহীত হওয়ায় সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এ সকল কার্যের মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, জনকল্যাণ ও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ, দারিদ্র ও বেকারত্বজনিত সমস্যা দূর করা, সামাজিক ন্যায়-বিচার নিশ্চিতকরা, জীবন যাত্রার নূন্যতম মান বজায় রাখা ইত্যাদি। এ সকল কাজ বেশ ব্যয়বহুল। অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেই দেখা যায় প্রাদেশিক সরকার এ সব সমাজ সেবা মূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য সহযোগীতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রাদেশিক সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
- **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা:** জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। জাতীয় ভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এভাবে অখন্ড পরিকল্পনার মাধ্যমে আঞ্চলিক সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি:** যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করেছে। কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট অডিও-ভিডিও কনফারেন্স, টেলিকনফারেন্স প্রভৃতি মিডিয়ার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ব্যবধান অনেক কমে এসেছে। দেশের গুরুত্বপূণ কার্যাবলী সহজেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এসে পড়েছে। আঞ্চলিকতা ও সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে বৃহত্তর ঐক্যের সোপান। এভাবে বেড়ে গেছে কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা।
- **আঞ্চলিক সরকারের অসামর্থ:** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্রীকরণ প্রবণতার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাবল্য এবং আঞ্চলিক সরকারগুলোর ব্যর্থতা। কেন্দ্র ও প্রদেশের অবস্থানগত মর্যাদা, শক্তি সামর্থের পার্থক্যের কারণে আঞ্চলিক সরকারগুলো নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রের বাধা অতিক্রমে অসমর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর একটি কারণ।
- **বিচার বিভাগের পর্যালোচনা:** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকে। আদালত হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার যোগাযোগ ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রমিকদের সমস্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্রীকরণে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। মার্কিন সরকারের কেন্দ্রীকরণে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান Interstate Financial Agreement বা 'আন্তদেশীয় আর্থিক সম্মতির' নীতি থাকার কারণে কেন্দ্র অধিক শক্তিশালী হচ্ছে।

সারকথা

পৃথিবীর সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারই কেন্দ্রের দিকে ধাবমান। সরকারের কেন্দ্রমুখী প্রবণতা কোন কৃত্রিম বিষয় নয় বরং আজকের বিশ্বের চলমান বাস্তবতা। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধির এবং পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীয়করণ প্রবণতার প্রধান কারণ বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ক্ষমতা বন্টন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোন সরকার ব্যবস্থায় ?

ক. গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় খ. এককেন্দ্রীক সরকার ব্যবস্থায়

গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় ঘ. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায়।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি সাধারণ প্রবণতা। এই বক্তব্যটি কার?

ক. উইলোবী; খ. গার্ণার;

গ. লাস্কি; ঘ. গেটেল।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতার চারটি কারণের কথা কে বলেছেন ?

ক. ডাইসী; খ. কে, সি, হুইয়ার;

গ. বার্কার; ঘ. গেটেল।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা সর্ম্পকে কে আলোচনা করেছেন ?

ক. উড্রো উইলসন; খ. ফাইনার;

গ. উইলোবী; ঘ. কে, সি, হুইয়ার।

উত্তরমালা: ১.গ; ২.ক; ৩.খ; ৪.খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতার কারণ হিসেবে কল্যাণ মূলক রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ - ৪

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের শর্তাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

◆ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সফলতার শর্তাবলী আলোচনা করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সফলতার জন্য কিছু শর্তপূরণ আবশ্যক, যেমন:

- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান ও অন্যতম শর্ত হল যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব। যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব হচ্ছে জনগণের পারস্পরিক সহমর্মিতা বা ঐক্যের অনুভূতি। নাগরিকদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার মনোভাব যেমন থাকতে হবে, একই সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার ও একীভূত না হওয়ার মনোভাব থাকতে হবে। কারণ অঞ্চল বা প্রদেশগুলোর মধ্যে যদি ঐক্যবোধ না থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কে, সি, হুয়ার বলেন যে, "যুক্তরাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক জনসম্প্রদায় বা রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে চায় না।"

- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের আরেকটি প্রধান শর্ত হল অঙ্গাগুলোর পারস্পরিক সংলগ্নতা। অঞ্চলগুলো সংলগ্ন না হলে, বিশেষ করে মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে শাসন পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর ভৌগলিক নৈকট্য অনেক সময় একত্রভাবে থাকার মনোভাব সৃষ্টি করে। ভৌগলিক সংলগ্নতা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঐক্য আনয়নে সহায়তা করে। অধ্যাপক ডাইসি উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক জনসম্প্রদায় বা অঙ্গরাজ্যগুলো যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার মনোভাব পোষণ করে তেমনি তাদের স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে চায়। যেখানে জনসাধারণ একে অপরের নিকট থেকে অতিমাত্রায় দূরত্বে অবস্থান করে সেখানে জাতীয় ঐক্যলাভ করা কঠিন। তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তান-এর উদাহরণ।

- যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য অঙ্গ রাজ্যগুলোর মধ্যে সমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল উল্লেখ করেন যে, এমন কোন অঙ্গরাজ্যের উপস্থিতি থাকা কাম্য নয় যা অন্যান্য অঙ্গরাজ্য হতে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। আয়তন, অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্পদ, রাজনেতিক ভাবধারা, জনসংখ্যা ইত্যাদির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে যুক্তরাষ্ট্র গঠন সহজ হয়। অধ্যাপক কে, সি, হুইয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সফলতার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের সমতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রদেশ গুলোর মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান থাকলে ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।

- সংবিধানের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। সংবিধানে লিখিত আইন সুস্পষ্ট হবে এবং সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান দেশের প্রধান, পবিত্র ও সর্বোচ্চ দলিল।

- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের আরেকটি প্রধান শর্ত হল জাতীয়তাবোধ। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতীয়তাবোধ জনগণকে উজ্জীবিত করতে পারে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনগণ সহজেই একমত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে।

- প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার সাফল্যের আরেকটি অন্যতম শর্ত। কারণ স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কাজে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বেশী দিন টিকে থাকবে না।

- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা সফল হতে হলে এর পরিচলনার জন্য চাই এমন যোগ্য নেতৃত্ব, যিনি সকল প্রদেশ এবং প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারবেন। তা'ছাড়া এমন নেতা প্রয়োজন যার নেতৃত্বে জনগন একত্রিত হবার মনোভাব সম্পন্ন হয়ে উঠবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আরেকটি প্রধান শর্ত হল আইনের প্রতি শ্রদ্ধা। এ শর্ত পূরণ হলে এ ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করবে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলে কেউই নিয়মের বাইরে যাবে না এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বসবাস করতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

সারকথা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতা নানাবিধ শর্তের উপর নির্ভরশীল। বাস্তবিক পথে উপরিউক্ত শর্তগুলো পালন করা কঠিন ব্যাপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পূর্বশর্ত পালনে সাফল্য অর্জন করেছে। অধ্যাপক কে, সি হুইয়ার যথার্থই বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কদাচিৎ দেখা যায়, কেননা এর শর্তাবলী প্রচুর।" (Federal Government is rare because its prerequisites are many)। বর্তমান বিশ্বে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. যুক্তরাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক জনসম্প্রদায় যেমন পরস্পরের সাথে মিলিত হতে চায়, আবার তাদের স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে চায়, কে বলেছেন?

ক. জে, এস মিল;
খ. ম্যাকিয়াভেলী;
গ. এ, ভি, উইলবী;
ঘ. কে, সি, হুইয়ার।

৪. "Federal government is rare because its prerequisites are many". কে বলেছেন?

ক. উইলবী;
খ. কে, সি, হুইয়ার;
গ. এরিস্টটল;
ঘ. প্লেটো।

উত্তর মালা ঃ ১. ঘ; ২.খ;

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন-১ ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাফল্যের শর্তাবলী আলোচনা করুন।

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন